প্রথম আলো

তারিখ 01 MAR 2012
পৃষ্ঠা 27 কলাম ...

# গ্রন্থমেলায় এবারের বিক্রি ২৬ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলার গতকাল ছিল শেষ দিন। মেলার আবহজুড়ে ছিল ভাঙনের সুর। বুধবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ বাঙালির এই প্রাণের মেলার বাতিগুলো নিভে যায় একে একে। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ, নজরুল মঞ্চে নেমে আসে সুনসান নীরবতা। একাডেমীর পক্ষ থেকে সমাপনী অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এবারের মেলায় নতুন বই এসেছে তিন হাজার ৬৬৯টি। বিক্রি হয়েছে প্রায় ২৬ কোটি টাকার বই।

১ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন ব্রিটিশ কবি উইলিয়াম রাডিচে।

বিকেলে মেলার মূল মঞ্চে ছিল সমাপনী অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিসচিব সুরাইয়া বেগম। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মেলার সদস্যসচিব শাহিদা খাতুন। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সেরা মানের গ্রন্থ হিসেবে ক্লিন্টন বি সিলির লেখা, ফারুক মইনুদ্দীন অনূদিত ও প্রথমা প্রকাশিত *অনন্য জীবনানন্দ* বইকে চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। সর্বাধিকসংখ্যক মানসম্মত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স ও বিদ্যাপ্রকাশকে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত 'বাংলা একাডেমী প্রবাসী লেখক পুরস্কার-২০১১' প্রদান করা হয় ব্রিটেন-প্রবাসী কথাসাহিত্যিক কাদের মাহমুদকে (৫০ হাজার টাকা অর্থমূল্য মানের)। বইমেলার সৃজনশীল প্রতিবেদনের জন্য শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় দৈনিক *সমকাল*-এর সাংবাদিক সুমন্ত আসলামকে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, অধিবর্ষের এই গ্রন্থমেলা ছিল আনন্দঘন, সাফল্যমণ্ডিত। এই গ্রন্থমেলার জন্য লেখক-প্রকাশক-পাঠক যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন, তা এই মেলার গুরুত্ব ও তাৎপর্যকেই প্রমাণ করে। গ্রন্থমেলা যেমন বাণিজ্যিকভাবে সফল, তেমনি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যেও অনন্যতার পরিচয় দিয়েছে।

**বিক্রি ২৬ কোটি টাকা**: বাংলা একাডেমীর তথ্য অনুযায়ী, এবার অমর একুশে গ্রন্থমেলায় মোট নতুন বই বের হয়েছে তিন হাজার ৬৬৯টি। একাডেমীর সাধারণ জরিপ অনুসারে ২৭ দিনে বিক্রি হয়েছে ২৬ কোটি টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুধু বাংলা একাডেমী থেকেই বিক্রি হয়েছে ৮২ লাখ ৫৩ হাজার ৬১০ টাকার বই। গতবার বিক্রি ছিল ৭২ লাখ ৮৩ হাজার ৫৩ টাকার বই। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩৭টি। এবার প্রকাশের দিক থেকে এগিয়ে আছে কবিতা। প্রবীণ-নবীন কবি মিলিয়ে কবিতা এসেছে ৮০৩টি, উপন্যাস ৫৪৬টি, গল্প ৩৯৫টি, শিশুতোষ ১৩৪টি। এবারের বইমেলায় স্টল ছিল ৬৩০টি ইউনিটের। অংশ নেয় ৪২৫টি প্রতিষ্ঠান।

**দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য স্পর্শ ব্রেইল কর্নার**: শেষ দিন গতকাল কমবেশি ভিড় ছিল প্রায় সব স্টলেই। এই ভিড়ের মধ্যে ব্যতিক্রম বটতলার কাছে একটি স্টল। স্টলটির নাম স্পর্শ ব্রেইল কর্নার। ভেতরে বসে ছিলেন এক তরুণী। দৃষ্টিহীন। হাতের স্পর্শে গভীর মনোযোগে পড়ছিলেন তিনি। বাইরে আরও কয়েকজন। স্পর্শের প্রধান উদ্যোক্তা নাজিয়া জাবীন জানান, গ্রন্থমেলায় অগণিত মানুষের মধ্যে অনেক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীও থাকে। তাদের নিশ্চয়ই নিত্যনতুন বই পড়ার ইচ্ছে হয়, তাদেরও অধিকার আছে পড়ার। বিষয়টি চিন্তা করে স্পর্শ ব্রেইল কর্নার এবারের মেলায় ব্রেইলে লেখা চারটি বই নিয়ে এসেছে। বইগুলো হচ্ছে: ফয়েজ আহমদের *আমার স্কুল*, হুমায়ূন আহমেদের *বোতল ভূত*, ফেরদৌসী মজুমদারের *নূরী কাহিনী* এবং এখলাস উদ্দিন আহমেদের *কেঁদোর কাণ্ডকারখানা*। নাজিয়া জাবীন জানালেন, ২০০৯ সালে মাত্র একটি ছড়ার বই নিয়ে স্পর্শের কার্যক্রম শুরু হয়। এযাবৎ এই সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে ১৫টি ব্রেইল গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আরও বেশ কিছু ব্রেইল গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা আছে।